কাশ্মীরের স্বাধীনতা সংগ্রাম দীর্ঘজীবী হোক

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এবং কাশ্মীর

পাকিস্তান, কাশ্মীর, ভারত এবং বাংলাদেশ সহ সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনা সামজ্যবাদী ব্লকগুলোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হচ্ছে। বাজার, কাঁচামাল, কৌশলগত সামরিক অবস্থান এবং শোষণযোগ্য সস্তা শ্রমশক্তি দখলের জন্য আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী সংগ্রামের অন্যতম মূল অঞ্চল হয়ে উঠেছে এটি।

কাশ্মীর এই ধাঁধার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির মধ্যে একটি। একদিকে, সাম্রাজ্যবাদীরা কাশ্মীরের কাঁচামাল এবং সামরিকভাবে কৌশলগত অবস্থানের উপর একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করতে চায়। অন্যদিকে, ভারত ও পাকিস্তানের সাম্রাজ্যবাদী দালাল শাসক শ্রেণী, কাশ্মীরের নামে অতি-জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা তৈরি করার মাধ্যমে তাদের দেশের জনগণের কাছ থেকে নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্দশা লুকাতে চায়।

ঐতিহাসিকভাবে, কাশ্মীর কখনই ভারতীয় রাষ্ট্রের অংশ ছিল না। তাদের নিজস্ব সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক, ভাষাগত এবং অর্থনৈতিক ইতিহাস রয়েছে, যাকে বলা হয় 'কাশ্মীরিয়াৎ'। কাশ্মীর দখল করার পর, ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা এই অঞ্চলটিকে ব্রিটিশ-ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান দেশ-বিভাগের পর থেকে কাশ্মীর একটি অমীমাংসিত বিষয় হিসেবে রয়ে গিয়েছে।

ব্রিটিশ উপনিবেশ থাকাকালীন, সামন্ত শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে কাশ্মীরি জনগণের সংগ্রাম স্থানীয় শাসক শ্রেণীকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালালে পরিনত হতে বাধ্য করেছিল। দেশভাগের সময় কাশ্মীর ছিল স্বাধীন রাজ্যগুলির মধ্যে একটি এবং পাকিস্তান অথবা ভারত, যে কোনও একটিকে বেছে নিতে তাদের বাধ্য করা হয়েছিল। তাদের সামন্ত রাজা, জনসাধারণের 'স্বাধীন রাষ্ট্রের' দাবির বিরুদ্ধে ভারতে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর, কাশ্মীরের জনগণ তাদের নিজস্ব স্বাধীন পরিচয় ভারত ও পাকিস্তানী রাষ্ট্রের কাছে হারিয়ে ফেলে। বর্তমানে, কাশ্মীরের জনগণ ভারতীয় (মূলত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী দালাল) এবং পাকিস্তানের (মূলত চীনা সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী দালাল) সম্প্রসারণবাদী শক্তির হাত থেকে তাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে।

১৯৪৭ সাল থেকে, সম্প্রসারণবাদী ভারতীয় শাসক শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদীদের পুতুল হিসেবে কাজ করে আসছে, এবং তাদের সামরিক বাহিনীকে কাশ্মীর, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, আসাম, গোয়া, মধ্য ভারত, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, তেলেঙ্গানা এবং ভারতীয় উপমহাদেশের অনান্য জাতিসত্তার উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য ব্যবহার করে। এই সব অঞ্চলের জনগন ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর শোষণ অব্যাহত রাখতে, ভারতীয় শাসক শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে সহায়তা করে। কাশ্মীরের উপর ভারতের দখলদারী এবং গনহত্যা, প্যালেস্টাইনের ওপর চলমান ইসরায়েলী রাষ্ট্রের অগ্রাসন ও গনহত্যার ভয়াবহতার সাথে তুলনীয়।

কাশ্মীরের স্বাধীনতার জন্য চলমান সশস্ত্র সংগ্রামে কাশ্মীরে এখন পর্যন্ত ৮০,০০০-এরও বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। কাশ্মীর - এই ছোট উপত্যকাটি বিশ্বের সবচেয়ে ঘন সামরিক বাহিনী বেষ্টিত অঞ্চল যেখানে ৫,৫০,০০০ এরও বেশি ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী সক্রিয়, যারা কাশ্মীরি জনগণের প্রতিটি গণতান্ত্রিক অধিকারকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। কাশ্মীরের জনগণ বিশ্বের অন্যতম নৃশংস সামরিক দখলদারিত্বের অধীনে বাস করে। তারা অবিশ্বাস্যভাবে বিস্তৃত এবং নিপীড়ক নজরদারি ব্যবস্থার অধীনে বসবাস করছে, যেখানে কাশ্মীরী সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে রাষ্ট্রীয় দালাল এবং গুপ্তচর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কাশ্মীরী জনগণকে যে চরম বর্বরতা, তরুণ-তরুণীদের অপহরণ এবং তৎপরবর্তী নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হয়, সাম্রাজ্যবাদী সংবাদমাধ্যমে তার প্রায় কিছুই প্রকাশিত হয় না।

ভারত সরকার কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বারবার অস্বীকার করে আসছে এবং তাদের প্রাপ্য সকল ধরণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান ও দমন করে চলেছে। কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণের

অধিকার এবং তাদের সংগ্রামের জন্য যেকোনও রকমের শান্তিপূর্ণ উপায় থেকে তাদের থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, এবং তাই জন্য বর্তমান কাশ্মীরি জাতীয় প্রতিরোধ সংগ্রাম ন্যায্য এবং বৈধ।

আমরা কাশ্মীরের জনগণের উপর ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানাই এবং সার্বভৌমত্বের জন্য কাশ্মীরিদের আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করি। সাম্প্রতিক ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সাথে ভারত, পাকিস্তান বা কাশ্মীরের জনগণের স্বার্থের কোনও সম্পর্ক নেই, বরং এই যুদ্ধ ভারত ও পাকিস্তানের ফ্যাসিবাদী সরকারগুলির সম্প্রসারণবাদী স্বার্থের সাথে সম্পর্কিত, যারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর দালাল এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সামরিক অর্থনীতির স্বার্থে কাজ করছে।

ভারতের ফ্যাসিবাদী মোদী সরকার এবং মিডিয়া যখন কাশ্মীর সম্পর্কে অতি-জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা জাগানোর চেষ্টা করছে, তখন একইসাথে তারা নির্লজ্জভাবে সব সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নষ্ট করে এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার দমন করে তাদের নিজস্ব জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধও চালিয়ে যাচ্ছে। তথাকথিত "অপারেশন কাগার"-এর অধীনে, মোদী সরকার প্রায় ৪,৯০,০০০ সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে মধ্য ভারতের আদিবাসীদের প্রতিরোধ সংগ্রামের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করেছে, যার মধ্যে বিপুল পরিমানে বিমান বাহিনী, সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীও রয়েছে।

আমরা কাশ্মীরের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাই। কাশ্মীরের ওপর ভারতীয় রাষ্ট্র বা অন্য যেকোনও সম্প্রসারণবাদী শক্তির দখলদারীর পাশাপাশি, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বা অন্য কোনও বিদেশী শক্তির যুদ্ধ প্রচেষ্টার আমরা বিরোধিতা করি। স্বাধীনতা প্রতিটি জাতির অধিকার এবং কোনও দেশের জনগণকে অন্য দেশের সাথে থাকতে বাধ্য করার কোন অধিকার কারোর নেই। কেবল কাশ্মীরের জনগণেরই কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার রয়েছে।

- **সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শক্তির বিরুদ্ধে কাশ্মীরি জনগণের সংগ্রাম দীর্ঘজীবী হোক !**
- **ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ প্রচেষ্টা ধ্বংস হোক !**
- **কাশ্মীরি জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার দীর্ঘজীবী হোক !**
- **কাশ্মীরের উপর ভারতীয় আগ্রাসন এবং দখলদারিত্বের প্রচেষ্টা ধ্বংস হোক !**
- **প্যালেস্তাইন ও কাশ্মীরি জনগণের সাথে সংহতি দীর্ঘজীবী হোক !**
- **কাশ্মীর থেকে ভারত ও পাকিস্তানসহ সমস্ত রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহার এবং উপত্যকাকে বি-সামরিকীকরণ করার দাবী জানাই !**
- **কাশ্মীর থেকে সমস্ত রকমের 'সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন' বাতিল করার দাবী জানাই!**
- **ভারতীয় রাষ্ট্রের সম্প্রসারণবাদী নীতির বিরুদ্ধে সবাই ঐক্যবদ্ধ হোন!**

শত্রুদের বিরুদ্ধে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠছে। ভারত সরকারকে বয়কট করুণ ও এখনই তার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করুন।

NAILS
National & Anti-Imperialist Liberation Solidarity
nailsol.au@gmail.com
https://nailsolidarity.org/